গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
শৃঙ্খলা অধিশাখা
www.hsd.gov.bd

নং-৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.০৮৯.২০২০-৪৩২ তারিখঃ ০৩.১২.২০২০ খ্রি.

বিষয়ঃ ডা. মোঃ সারোয়াত হোসেন (১০৮৬৪৬), সহকারী অধ্যাপক, কমিউনিটি মেডিসিন, রংপুর মেডিকেল কলেজ, রংপুর-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ মোতাবেক বিভাগীয় মামলা

বিভাগীয় মামলা নম্বরঃ ৯৪./২০২০

অভিযোগনামা

যেহেতু আপনি ডা. মোঃ সারোয়াত হোসেন (১০৮৬৪৬), সহকারী অধ্যাপক, কমিউনিটি মেডিসিন, রংপুর মেডিকেল কলেজ, রংপুর ২০১৭-১৮ অর্থবছরে উক্ত মেডিকেল কলেজে ভারী যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদির প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও প্রতারণা ও জালিয়াতির আশ্রয় নিয়ে যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম ক্রয়ের লক্ষ্যে বাজারদর কমিটি, দরপত্র উন্মুক্তকরণ কমিটি, দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি ও সার্ভে কমিটির সদস্য সচিব হন এবং অন্য কতিপয় কর্মকর্তার সঙ্গে যোগসাজশে নিম্নমানের ও ব্যবহার-অনুপযোগী যন্ত্রপাতি ক্রয় করে সরকারের ৪,৪৮,৮৯,৩০০/- (চার কোটি আটচল্লিশ লক্ষ উননব্বই হাজার তিনশত) টাকা আত্মসাৎ/আত্মসাতে সহযোগিতা/আর্থিক ক্ষতিসাধন করেছেন;

যেহেতু স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পূর্বানুমোদন ছাড়া বিধিবহির্ভূতভাবে উক্ত কমিটিসমূহ গঠন করা হয়েছিল এবং আপনি নন-ক্লিনিক্যাল কমিউনিটি মেডিসিন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক হিসেবে মেডিকেল সরঞ্জাম/যন্ত্রপাতি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা না থাকা সত্ত্বেও পিপিএ ২০০৬ ও পিপিআর ২০০৮ লঙ্ঘন করে একইসঙ্গে চারটি গুরুত্বপূর্ণ কমিটির সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন;

যেহেতু উক্ত ক্রয় প্রক্রিয়ায় পিপিএ ও পিপিআর লঙ্ঘনপূর্বক যথাযথ স্পেসিফিকেশন ছাড়াই টেন্ডার আহ্বান করে সাজানো দরপত্রের মাধ্যমে পছন্দের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান বেঙ্গল সায়েন্টিফিক এন্ড সার্জিক্যাল কোম্পানিকে কার্যাদেশ প্রদান করা হয় এবং অধিক মূল্যে সরঞ্জাম ক্রয়ের লক্ষ্যে অস্বাভাবিক দ্রুততার সঙ্গে বিল পরিশোধ করা হয়;

যেহেতু আপনি অবৈধভাবে লাভবান হয়ে উক্ত ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী মোঃ জাহের উদ্দিন সরকারকে ৪,৪৮,৮৯,৩০০/- (চার কোটি আটচল্লিশ লক্ষ উননব্বই হাজার তিনশত) টাকা আত্মসাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন মর্মে দুর্নীতি দমন কমিশনের সারেজমিন পরিদর্শন ও রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয়েছে;

যেহেতু দুদকের সরেজমিন পরিদর্শনে ক্রয়কৃত নিম্নমানের শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র (এসি)-সমূহের উপর প্রতারণামূলকভাবে 'জেনারেল' (General) কোম্পানির লেবেল লাগানো দেখা গেছে এবং ঐ ধরনের প্রকৃত জেনারেল এসির বাজারমূল্য বাংলাদেশে অনূর্ধ্ব ৯০,০০০/- (নব্বই হাজার) টাকা হলেও ক্রয়কৃত এসিগুলোর প্রতিটির মূল্য ২,৬৪,০০০/- (দুই লক্ষ চৌষট্টি হাজার) টাকা দেখানো হয়েছে; বাজারদর কমিটির সদস্য সচিব হিসেবে আপনি তাতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তা প্রদান করেছেন;

যেহেতু দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) অনুসন্ধানে আপনার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া গেছে;

যেহেতু উক্ত অভিযোগে দুদকের পক্ষ থেকে আপনার বিরুদ্ধে কোতোয়ালী (রংপুর) থানা মামলা নং-০৫, তারিখ: ১২.০৯.২০১৯ খ্রি. দায়ের করা হয়েছে;

যেহেতু আপনার এহেন কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালার পরিপন্থী এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(ঘ) মোতাবেক যথাক্রমে অসদাচরণ ও দুর্নীতি হিসেবে গণ্য;

সেহেতু আপনাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(ঘ) মোতাবেক যথাক্রমে অসদাচরণ ও দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত করা হল এবং কেন আপনাকে উক্ত বিধিমালার অধীনে যথোপযুক্ত দণ্ড প্রদান করা হবে না, সে বিষয়ে এ নোটিশ প্রাপ্তির ১০ (দশ) কর্মদিবসের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট কারণ দর্শানোর জন্য নির্দেশ প্রদান করা হল। একইসঙ্গে, আপনি ব্যক্তিগত শুনানি চান কিনা তাও জানাতে নির্দেশ প্রদান করা হল।

অভিযোগ বিবরণী এ সঙ্গে সংযুক্ত করা হল।

০৬.১২.২০২০

(মো. আবদুল মান্নান)
সচিব

ডা. মোঃ সারোয়াত হোসেন (১০৮৬৪৬)
সহকারী অধ্যাপক, কমিউনিটি মেডিসিন
রংপুর মেডিকেল কলেজ, রংপুর
(স্থায়ী ঠিকানাঃ ডা. মোঃ সারোয়াত হোসেন, এইচ-৬১, আর-০৬, মোলাতল রংপুর-৫৪০০)

নং- ৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.০৮৯.২০২০-৪৩২/১(১১) তারিখঃ ০৬.১২.২০২০ খ্রি.

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। মহাপরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা
২। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (নোটিশটি অভিযুক্তের বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানায় যথাযথভাবে জারি করে জারির প্রতিবেদন এ অধিশাখায় প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হল)
৩। যুগ্মসচিব (পার), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
৪। পরিচালক, এমআইএস, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (বিষয়টি উক্ত কর্মকর্তার পিডিএস ও ডাটাবেজে সংরক্ষণ করার অনুরোধসহ)
৫। অধ্যক্ষ, রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, রংপুর
৬। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
৭। উপপরিচালক (শৃঙ্খলা), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের ব্যক্তিগত ফাইলে এন্ট্রিসহ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের অনুরোধসহ)
৮। সিস্টেম এনালিস্ট, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হল)
৯। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
১০। যুগ্মসচিব (প্রশাসন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
১১। অফিস কপি

০৬.১২.২০২০

(মো: শাহাদত হোসেন কবির)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৯৫৪৫০২৮
disc@hsd.gov.bd

অভিযোগ বিবরণী

আপনি ডা. মোঃ সারোয়াত হোসেন (১০৮৬৪৬), সহকারী অধ্যাপক, কমিউনিটি মেডিসিন, রংপুর মেডিকেল কলেজ, রংপুর ২০১৭-১৮ অর্থবছরে উক্ত মেডিকেল কলেজে ভারী যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদির প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও প্রতারণা ও জালিয়াতির আশ্রয় নিয়ে যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম ক্রয়ের লক্ষ্যে বাজারদর কমিটি, দরপত্র উন্মুক্তকরণ কমিটি, দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি ও সার্ভে কমিটির সদস্য সচিব হন এবং অন্য কতিপয় কর্মকর্তার সঙ্গে যোগসাজশে নিম্নমানের ও ব্যবহার-অনুপযোগী যন্ত্রপাতি ক্রয় করে সরকারের ৪,৪৮,৮৯,৩০০/- (চার কোটি আটচল্লিশ লক্ষ উননব্বই হাজার তিনশত) টাকা আত্মসাৎ/আত্মসাতে সহযোগিতা/আর্থিক ক্ষতিসাধন করেছেন;

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পূর্বানুমোদন ছাড়া বিধিবহির্ভূতভাবে উক্ত কমিটিসমূহ গঠন করা হয়েছিল এবং আপনি নন-ক্লিনিক্যাল কমিউনিটি মেডিসিন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক হিসেবে মেডিকেল সরঞ্জাম/যন্ত্রপাতি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা না থাকা সত্ত্বেও পিপিএ ২০০৬ ও পিপিআর ২০০৮ লঙ্ঘন করে একইসঙ্গে চারটি গুরুত্বপূর্ণ কমিটির সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন;

উক্ত ক্রয় প্রক্রিয়ায় পিপিএ ও পিপিআর লঙ্ঘনপূর্বক যথাযথ স্পেসিফিকেশন ছাড়াই টেন্ডার আহ্বান করে সাজানো দরপত্রের মাধ্যমে পছন্দের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান বেঙ্গল সায়েন্টিফিক এন্ড সার্জিক্যাল কোম্পানিকে কার্যাদেশ প্রদান করা হয় এবং অধিক মূল্যে সরঞ্জাম ক্রয়ের লক্ষ্যে অস্বাভাবিক দ্রুততার সঙ্গে বিল পরিশোধ করা হয়;

আপনি নিজে অবৈধভাবে লাভবান হয়ে উক্ত ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের স্বত্ত্বাধিকারী মোঃ জাহের উদ্দিন সরকারকে ৪,৪৮,৮৯,৩০০/- (চার কোটি আটচল্লিশ লক্ষ উননব্বই হাজার তিনশত) টাকা আত্মসাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন মর্মে দুর্নীতি দমন কমিশনের সারেজমিন পরিদর্শন ও রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয়েছে;

দুদকের সরেজমিন পরিদর্শনে ক্রয়কৃত নিম্নমানের শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র (এসি)-সমূহের উপর প্রতারণামূলকভাবে 'জেনারেল' (General) কোম্পানির লেবেল লাগানো দেখা গেছে এবং ঐ ধরনের প্রকৃত জেনারেল এসির বাজারমূল্য বাংলাদেশে অনূর্ধ্ব ৯০,০০০/- (নব্বই হাজার) টাকা হলেও ক্রয়কৃত এসিগুলোর প্রতিটির মূল্য ২,৬৪,০০০/- (দুই লক্ষ চৌষট্টি হাজার) টাকা দেখানো হয়েছে; বাজারদর কমিটির সদস্য সচিব হিসেবে আপনি তাতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তা প্রদান করেছেন;

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) অনুসন্ধানে আপনার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া গেছে;

উক্ত অভিযোগে দুদকের পক্ষ থেকে আপনার বিরুদ্ধে কোতোয়ালী (রংপুর) থানা মামলা নং-০৫, তারিখ: ১২.০৯.২০১৯ খ্রি. দায়ের করা হয়েছে;

আপনার উপর্যুক্ত কর্মকান্ড সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালা, ১৯৭৯-এর পরিপন্থী এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(ঘ) মোতাবেক যথাক্রমে অসদাচরণ ও দুর্নীতি হিসেবে গণ্য। আপনি উপর্যুক্ত কার্যকলাপ দ্বারা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(ঘ) মোতাবেক যথাক্রমে অসদাচরণ ও দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত হয়েছেন।

০৩.১২.২০২০

(মো. আবদুল মান্নান)
সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
শৃঙ্খলা অধিশাখা
www.hsd.gov.bd

নং-৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.০৮৬.২০২০-৪৩৩ তারিখঃ ০৩.১২.২০২০ খ্রি.

বিষয়ঃ **ডা. মোঃ শফিকুল ইসলাম (৩৯০৫৪), সহকারী অধ্যাপক, ওএসডি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর; সংযুক্তঃ আইএইচটি, রংপুর (সাবেক সহকারী পরিচালক, রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল)-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ মোতাবেক বিভাগীয় মামলা**

বিভাগীয় মামলা নম্বরঃ ৯৫/২০২০

অভিযোগনামা

যেহেতু আপনি ডা. মোঃ শফিকুল ইসলাম (৩৯০৫৪), সহকারী অধ্যাপক, ওএসডি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সংযুক্তঃ আইএইচটি, রংপুর (সাবেক সহকারী পরিচালক, রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল) ২০১৫-১৬ অর্থবছরে আপনার প্রাক্তন কর্মস্থল রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সহকারী পরিচালক (অর্থ ও ভান্ডার) পদে কর্মরত থাকাবস্থায় কতিপয় কর্মকর্তার সঙ্গে যোগসাজশে এমএসআর খাতে ইনঃ সেমিপাইম-১ গ্রাম ক্রয় দেখিয়ে ৫,১০,৪১,৪০৬/৫০ টাকা (পাঁচ কোটি দশ লক্ষ একচল্লিশ হাজার চারশত ছয় টাকা পঞ্চাশ পয়সা) এবং পথ্য খাতে ৩,৫০,৭৬,৩৩২/৬৫ টাকা (তিন কোটি পঞ্চাশ লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার তিনশত বত্রিশ টাকা পঁয়ষট্টি পয়সা); মোট ৮,৬১,১৭,৭৩৯/১৫ টাকা (আট কোটি একষট্টি লক্ষ সতের হাজার সাতশত উনচল্লিশ টাকা পনের পয়সা) আত্মসাৎ/আত্মসাতে সহযোগিতা করেছেন;

যেহেতু আপনি রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ০২.১১.২০১৫ খ্রি. তারিখের রচিমহা/রং/এমএসআর/২০১৫-১৬/১৩৭ নং স্মারকমূলে ইনঃ সেমিপাইম-১গ্রাম ৪৩,৭৮৭ ভায়েল সরবরাহের জন্য ২,৪০,৬০,৯৫৬/৫০ টাকা (দুই কোটি চল্লিশ লক্ষ ষাট হাজার, নয়শত ছাপান্ন টাকা পঞ্চাশ পয়সা) এবং ২৭.০৬.২০১৬ তারিখের রচিমহা/রং/এমএসআর/দরপত্র/২০১৫-১৬/২০৬৩ নং স্মারকমূলে ইনঃ সেমিপাইম-১ গ্রাম ৪৯,১০০ ভায়েল সরবরাহের জন্য ২,৬৯,৮০,৪৫০/- (দুই কোটি উনসত্তর লক্ষ আশি হাজার চারশত পঞ্চাশ) টাকার ক্রয় কার্যক্রমে বিল স্বাক্ষর করাসহ বিভিন্ন ধাপে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত ছিলেন;

যেহেতু উক্ত ক্রয় কার্যক্রমে কার্যাদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে কোনো দরপত্র/পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়নি; অর্থবছর শেষ হওয়ার মাত্র তিনদিন আগে কার্যাদেশ প্রদানের তারিখেই (২৭.০৬.২০১৬ খ্রি.) মালামাল গ্রহণ দেখানো হয় ও বিল পরিশোধ করা হয় এবং আপনি উক্ত বিল পরিশোধ করে আর্থিক দুর্নীতিকে ত্বরান্বিত করেছেন;

যেহেতু আপনি অন্য কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগসাজশের মাধ্যমে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে পথ্য খাতে (কোড নং ৪৮৭২) গত ২৬.০৭.২০১৫ খ্রি. থেকে ০২.০৬.২০১৬ খ্রি. পর্যন্ত সময়ে রোগী ভর্তি বেশি দেখিয়ে মোট ৩,৫০,৭৬,৩৩২/৬৫ টাকা (তিন কোটি পঞ্চাশ লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার তিনশত বত্রিশ টাকা পঁয়ষট্টি পয়সা) অতিরিক্ত বিল করার লক্ষ্যে ১৯ (উনিশ)টি বিল নিজে স্বাক্ষর করেছেন;

যেহেতু দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) অনুসন্ধানে আপনার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া গেছে;

যেহেতু উক্ত অভিযোগে দুদকের পক্ষ থেকে আপনার বিরুদ্ধে রংপুর কোতোয়ালী থানায় মামলা নং-৩৮, তারিখ: ১৪.০৭.২০১৮ খ্রি. দায়ের করা হয়েছে;

যেহেতু আপনার উপর্যুক্ত কর্মকান্ড সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালার আচরণ বিধিমালা, ১৯৭৯ এর পরিপন্থী এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(ঘ) মোতাবেক যথাক্রমে অসদাচরণ ও দুর্নীতি হিসেবে গণ্য;

সেহেতু আপনাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(ঘ) মোতাবেক যথাক্রমে অসদাচরণ ও দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত করা হল এবং কেন আপনাকে উক্ত বিধিমালার অধীনে যথোপযুক্ত দন্ড প্রদান করা হবে না, সে বিষয়ে এ নোটিশ প্রাপ্তির ১০ (দশ) কর্মদিবসের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট কারণ দর্শানোর জন্য নির্দেশ প্রদান করা হল।

একইসঙ্গে, আপনি ব্যক্তিগত শুনানি চান কিনা তাও জানাতে নির্দেশ প্রদান করা হল।

অভিযোগ বিবরণী এ সঙ্গে সংযুক্ত করা হল।

০৬.১২.২০২০

(মো. আবদুল মান্নান)
সচিব

ডা. মোঃ শফিকুল ইসলাম(৩৯০৫৪)
সহকারী অধ্যাপক, ওএসডি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
সংযুক্তঃ আইএইচটি, রংপুর
নং- ৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.০৮৬.২০২০-৪৩৩/১(১৩) তারিখঃ ০৬ .১২.২০২০ খ্রি.

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। মহাপরিচালক, দূর্নীতি দমন কমিশন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা
২। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (নোটিশটি অভিযুক্তের বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানায় যথাযথভাবে জারি করে জারির প্রতিবেদন এ অধিশাখায় প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হল)
৩। যুগ্মসচিব (পার), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
৪। পরিচালক, এমআইএস, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (বিষয়টি উক্ত কর্মকর্তার পিডিএস ও ডাটাবেজে সংরক্ষণ করার অনুরোধসহ)
৫। বিভাগীয় পরিচালক (স্বাস্থ্য), রংপুর বিভাগ, রংপুর
৬। পরিচালক, রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, রংপুর
৭। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
৮। উপপরিচালক (শৃঙ্খলা), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের ব্যক্তিগত ফাইলে এন্ট্রিসহ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের অনুরোধসহ)
৯। অধ্যক্ষ, আইএইচটি, রংপুর
১০। সিস্টেম এনালিস্ট, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হল)
১১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
১২। যুগ্মসচিব (প্রশাসন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
১৩। অফিস কপি

০৬.১২.২০২০

(মো: শাহাদত হোসেন কবির)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৯৫৪৫০২৮
disc@hsd.gov.bd

অভিযোগ বিবরণী

আপনি ডা. মোঃ শফিকুল ইসলাম (৩৯০৫৪), সহকারী অধ্যাপক, ওএসডি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সংযুক্তঃ আইএইচটি, রংপুর (সাবেক সহকারী পরিচালক, রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল) ২০১৫-১৬ অর্থবছরে আপনার প্রাক্তন কর্মস্থল রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সহকারী পরিচালক (অর্থ ও ভান্ডার) পদে কর্মরত থাকাবস্থায় কতিপয় কর্মকর্তার সঙ্গে যোগসাজশে এমএসআর খাতে ইনঃ সেমিপাইম-১ গ্রাম ক্রয় দেখিয়ে ৫,১০,৪১,৪০৬/৫০ টাকা (পাঁচ কোটি দশ লক্ষ একচল্লিশ হাজার চারশত ছয় টাকা পঞ্চাশ পয়সা) এবং পথ্য খাতে ৩,৫০,৭৬,৩৩২/৬৫ টাকা (তিন কোটি পঞ্চাশ লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার তিনশত বত্রিশ টাকা পঁয়ষট্টি পয়সা) মোট ৮,৬১,১৭,৭৩৯/১৫ টাকা (আট কোটি একষট্টি লক্ষ সতের হাজার সাতশত উনচল্লিশ টাকা পনের পয়সা) আত্মসাৎ/আত্মসাতে সহযোগিতা করেছেন;

আপনি রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ০২.১১.২০১৫ খ্রি. তারিখের রচিমহা/রং/এমএসআর/২০১৫-১৬/১৩৭ নং স্মারকমূলে ইনঃ সেমিপাইম-১গ্রাম ৪৩,৭৮৭ ভায়েল সরবরাহের জন্য ২,৪০,৬০,৯৫৬/৫০ টাকা (দুই কোটি চল্লিশ লক্ষ ষাট হাজার, নয়শত ছাপান্ন টাকা পঞ্চাশ পয়সা) এবং ২৭.০৬.২০১৬ তারিখের রচিমহা/রং/এমএসআর/দরপত্র/২০১৫-১৬/২০৬৩ নং স্মারকমূলে ইনঃ সেমিপাইম-১ গ্রাম ৪৯,১০০ ভায়েল সরবরাহের জন্য ২,৬৯,৮০,৪৫০/- (দুই কোটি উনসত্তর লক্ষ আশি হাজার চারশত পঞ্চাশ) টাকার ক্রয় কার্যক্রমে বিল স্বাক্ষর করাসহ বিভিন্ন ধাপে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত ছিলেন;

উক্ত ক্রয় কার্যক্রমে কার্যাদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে কোনো দরপত্র/পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়নি; অর্থবছর শেষ হওয়ার মাত্র তিনদিন আগে কার্যাদেশ প্রদানের তারিখেই (২৭.০৬.২০১৬ খ্রি.) মালামাল গ্রহণ দেখানো হয় ও বিল পরিশোধ করা হয় এবং আপনি উক্ত বিল পরিশোধ করে আর্থিক দুর্নীতিকে ত্বরান্বিত করেছেন;

আপনি অন্য কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগসাজশের মাধ্যমে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে পথ্য খাতে (কোড নং ৪৮৭২) গত ২৬.০৭.২০১৫ খ্রি. থেকে ০২.০৬.২০১৬ খ্রি. পর্যন্ত সময়ে রোগী ভর্তি বেশি দেখিয়ে মোট ৩,৫০,৭৬,৩৩২/৬৫ টাকা (তিন কোটি পঞ্চাশ লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার তিনশত বত্রিশ টাকা পঁয়ষট্টি পয়সা) অতিরিক্ত বিল করার লক্ষ্যে ১৯ (উনিশ)টি বিল নিজে স্বাক্ষর করেছেন;

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) অনুসন্ধানে আপনার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া গেছে;

উক্ত অভিযোগে দুদকের পক্ষ থেকে আপনার বিরুদ্ধে রংপুর কোতোয়ালী থানায় মামলা নং-৩৮, তারিখ: ১৪.০৭.২০১৮ খ্রি. দায়ের করা হয়েছে;

আপনার উপর্যুক্ত কর্মকান্ড সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালা, ১৯৭৯-এর পরিপন্থী এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(ঘ) মোতাবেক যথাক্রমে অসদাচরণ ও দুর্নীতি হিসেবে গণ্য। আপনি উপর্যুক্ত কার্যকলাপ দ্বারা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(ঘ) মোতাবেক যথাক্রমে অসদাচরণ ও দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত হয়েছেন।

০৩.১২.২০২০

(মো. আবদুল মান্নান)
সচিব